দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের রাজনীতিতে স্থবিরতা ❑ ত্যাগী ও মেধাবীরা স্বেচ্ছায় নির্বাসনে

কামরুজ্জামান কোরবান ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের রাজনীতিতে স্থবিরতা নেমে এসেছে। দ্বিধা বিভক্ত এই সংগঠনটির বর্তমান কমিটিতে মাত্র একটি গ্রুপের একচ্ছত্র প্রাধান্য থাকায় অপর দু'টি গ্রুপের নেতা-কর্মীরা রাজনীতি থেকে নির্বাসনে গেছে। ফলে দল চাঙ্গা হবার পরিবর্তে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংকটে পড়েছে।

নেতা কর্মীদের অভিযোগ, বিগত আওয়ামী দুঃশাসনের সময়ে ত্যাগী, পরীক্ষিত, সৎ, যোগ্য, মেধাবী এবং পরিচিত অসংখ্য নেতা নবগঠিত কমিটিতে ঠাঁই পায়নি। গত বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সভায় এবং একই বছর ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তৎকালীন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ও সাবেক ডাকসু ভিপি আমানউল্লাহ আমান এমপি, নাজিমউদ্দীন আলম এমপি, ডাকসু'র সাবেক জিএস খায়রুল কবির খোকন ও কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির নেতারা ছাত্রদলের নেতৃত্বের ব্যাপারে অযোগ্য হিসেবে যে সকল সমস্যার উল্লেখ করেছিলেন সে সকল দোষে দুষ্টরাই নবগঠিত কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। ওই দুটি সভায় নেতারা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন বিবাহিত, মদখোর, নেশাগ্রস্ত, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, ঠিকাদার, টেন্ডারবাজ, নারী লিপ্সুরা ছাত্রদলের নেতৃত্বে আসতে পারবে না। তারেক রহমানের ঘোষণা এবং বর্তমান ও সাবেক কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্য ও আশ্বাস বাণীতে স্থানীয় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তারা নবউদ্যমে দলকে সুসংগঠিত করতে কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু নবগঠিত কমিটিতে তারেক রহমানের সুদিন্ত ঘোষণা, কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তৃতা ও আশ্বাসের ফুলঝুরির কোন বাস্তবায়ন হয়নি। বরং তারা তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রই প্রত্যক্ষ করেছে। নেতাদের ঘোষণায় যারা অযোগ্য ছিল তারাই ছাত্রদলের নেতৃত্বে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে যারা সৎ, মেধাবী, ত্যাগী তাদের ৯৫ ভাগই বর্তমান কমিটিতে নেই। অছাত্র, টেন্ডারবাজ, ঠিকাদার, চাঁদাবাজ, বিবাহিত, সন্ত্রাসী ও নেশাখোরদের সমন্বয়েই কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীরা তারেক রহমান ও কেন্দ্রীয় সংসদের বর্তমান নেতাদের প্রতি দাবী জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, দোকানে বিনা পয়সায় খাওয়া, মাত্র ১২ টাকার জন্য জনৈক দোকান কর্মচারীর গায়ে চায়ের গরম পানি ঢেলে শরীর ঝলসে দেয়া, অবৈধভাবে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য চাপ দেয়া ও শিক্ষকদের সাথে অসদাচরণ, নিয়োগ, বদলী এবং শিক্ষক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের মত ঘটনা ক্যাম্পাসে অহরহ ঘটছে। চাঁদাবাজির ঘটনাসহ বিভিন্ন ব্যাপারে ইতিপূর্বে অনেক সংবাদ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। নেতা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের অভিযোগ, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ছাত্রদল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা থেকে ছাত্রদল সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্র সমাজের সমস্যা সমাধানকেন্দ্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক ছাত্র রাজনীতি থেকে তারা বিপরীত পথে অগ্রসর হচ্ছে। 'ব্যক্তির চেয়ে দল, দলের চেয়ে দেশ বড়' শহীদ জিয়ার এই অমর ঘোষণার প্রতিফলন ঘটানোর কোন মন-মানসিকতা নেতা-কর্মীদের মধ্যে নেই। তারা সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বার্থকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। ফলে সাধারণ ছাত্র সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল কমিটির ৮১ সদস্যের মধ্যে নেতাদের প্রতীত ঘোষণা অনুযায়ী অযোগ্যদেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য বিদ্যমান। দ্বিধা-বিভক্ত ছাত্রদলের এক গ্রুপ থেকে মাত্র একজন এবং অন্য গ্রুপ থেকে মাত্র দুইজন স্থান পেয়েছে। ত্যাগী, যোগ্য, মেধাবী ও সৎ নেতা-কর্মীরা স্থান না পাওয়ায় তারা হতাশ হয়ে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে গেছে। দলীয় কোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে। দুই সন্তানের পিতা ও টেন্ডারবাজ হিসেবে ক্যাম্পাসে ব্যাপক পরিচিত রয়েছে এমন নেতাকেও রাজশাহী বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই নেতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের বর্তমান নেতারা সরকার বিরোধী, ছাত্রদলের চরম শত্রু 'ভারত কণ্ঠ' ও ভারতের কাগজ হিসেবে দেশবাসীর কাছে পরিচিত এমন সব সাংবাদিকদের সাথে চরম সখ্যতা গড়ে তুলেছেন। তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য প্রার্থী জনৈক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মালিকের সাথেও তাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, গত বছর ৩ নভেম্বর সম্মেলনের মাধ্যমে কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে একটি কমিটি গঠিত হয়। এতে টেন্ডারবাজ, সন্ত্রাসী বিবাহিত গ্রুপটি পরাজিত হয়। সভাপতি হিসেবে আহমেদ মুঈদ শিমুল ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয় নূরুজ্জামান শিখন। এই কমিটি গঠনের সময় একটি গ্রুপ চরম ভীতিকর ও মারমুখী পরিবেশের সৃষ্টি করে। রাজশাহী সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত এই কাউন্সিল অধিবেশনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অপারেশন ক্লিনহার্ট চলাকালে সেখানে সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়। কমিটি গঠনের পর অবস্থা প্রতিকূল দেখে নাজিমউদ্দীন আলম এমপি ও খায়রুল কবির খোকনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় নেতারা দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। নেতা-কর্মীদের প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে গঠিত এই কমিটি মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানে ভেঙ্গে দেয়া হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্র থেকে একটি কমিটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। যাতে উক্ত কাউন্সিলে পরাজিতরাই গুরুত্বপূর্ণ ও শীর্ষ পদসহ অধিকাংশ পদে স্থান পেয়েছে।